ইব্ন আত্বিয়্যাহ আন্দালুসি (রহ.)-এর তাফসিরে 'উলূমুল কুরআন' প্রসঙ্গ

ইহসান ইলাহী যহীর*

*[**Abstract** : Abdul Haque Ibn Ghalib Ibn Abdur Rahman Al-Garnati was the Spanish Muslim scholar and interpreter of the Holy Qur'an and the hadeeth. Renowned in the Muslim world as Ibn Atiyyah Al-Andalusi, Ibn Atiyyah initially studied under his father in Spain. He was a meticulous scholar and exegete of the Holy Qur'an. He studied in all fields like a polymath as he believed that this would give him a better understanding of the hadeeth, fiqh and the Holy Qur'an. He also traveled to all centers and cities in Islamic Spain to collecting proper Islamic knowledge. He wrote poetry as well. But his main and voluminous work is an exegetic analysis of, and commentary on, the Holy Qur'an. It's entitled Al-Muharrar Al-Wajeez Fi Tafsiril Kitabil Aziz. This article discusses the life of Ibn Atiyyah and his opinion on uloomul Qur'an.]*

ভূমিকা

হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর উজ্জ্বল নক্ষত্র, স্পেনের ইসলামি যুগের বিখ্যাত তাফসিরকারক ইব্ন আত্বিয়্যাহ আব্দুল হক ইব্ন গালিব ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন আত্বিয়্যাহ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ৪৮০ হিজরিতে ইলমি মর্যাদার অধিকারী এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১] ইব্ন আত্বিয়্যাহ্র পিতা ছিলেন স্পেনের বিখ্যাত ফিক্বহ ও হাদিসের একজন সুপরিচিত আলিম। তিনি প্রাথমিকভাবে তাঁর পিতার নিকট পড়াশোনা করেছেন। এছাড়াও তিনি ইসলামিক স্পেনের সকল কেন্দ্র ও শহরে ভ্রমণ করে বিপুল সংখ্যক আলিমের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁদের কাছ থেকে ইসলামি জ্ঞান অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি গ্রানাডায় বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীতে মারিআয় বিচারপতি হিসাবে যোগদান করেন। তবে তার প্রধান এবং মহৎ কাজ হল আল-কুরআনের তাফসির কর্ম। যার নাম 'আল-

* পিএইচ.ডি গবেষক, আরবি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মুহাররারুল ওয়াজীয ফী তাফসিরিল কিতাবিল 'আযীয'। তিনি একজন সূক্ষ্মদর্শী আলিম ও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি ইসলামি জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি কবিতাও লিখেছেন। তিনি 'তাফসির বিল মাছূর'-এর নীতিমালার আলোকে কুরআনের তাফসির করেছেন। তিনি কবিতা দিয়ে আয়াতের শাব্দিক বিশ্লেষণ, আহলুর রায় ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতামতগুলিকে তুলনামূলক উপস্থাপন করেছেন। ইব্ন আত্বিয়্যাহ ৫৪২ হিজরির ২৫ রামাযান স্পেনের লূওরক্বায় (لُوْرْقَة) মৃত্যুবরণ করেন।[২] বক্ষ্যমান প্রবন্ধে 'ইব্ন আত্বিয়্যাহ আন্দালুসী (রহ.)-এর তাফসিরে 'উলূমুল কুরআন প্রসঙ্গ' শিরোনামে এক নাতিদীর্ঘ ও তাত্ত্বিক আলোকপাতের প্রয়াস পাব।

তাফসির ইব্ন আত্বিয়্যাহ ও রচনাকাল

ইব্ন আত্বিয়্যাহ (রহ.) ইলমুত্-তাফসির, ক্বিরাআত, হাদিস, ফিক্বহ, আরবি ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের পর তাঁর পিতার পরামর্শক্রমে তাফসির প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। ইউরোপ মহাদেশে অবস্থিত আন্দালুসিয়ায় বসে তিনি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের তাফসির প্রণয়ন করেছিলেন। স্থানিক বিবেচনায় তাঁর এ তাফসিরকর্ম নিঃসন্দেহে প্রশংসা পাওয়ার হক রাখে। আর সাহিত্যিক বিশ্লেষণে তাঁর তাফসিরটি যথেষ্ঠ উচ্চাঙ্গের হওয়ায় পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় তাফসির প্রণয়নে ইব্ন আত্বিয়্যাহ (রহ.)-এর অবদান অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীতে রচিত তাফসির বিল মা'ছূর আল-মুহাররারুল ওয়াজীয প্রথম সারির মূলভিত্তি সমতুল্য।

ইব্ন আত্বিয়্যাহ আন্দালুসী (রহ.)-এর তাফসিরে 'উলূমুল কুরআন' প্রসঙ্গ

'উলূমুল কুরআন-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

উলূমুল কুরআন এমন শাস্ত্র, যা পাঠ করলে কুরআন মাজিদ সংশ্লিষ্ট বহু দিকে বিচরণ হয়। যেমন শানে নুযূল, কুরআন সংকলন ও ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্তকরণ, মাক্কি-মাদানি, নাসিখ-মানসূখ, মুহকাম-মুতাশাবিহ সহ এতদ্বিষয়ে সম্যক জ্ঞানার্জন করা। আর এই শাস্ত্রকে 'উছূলুত তাফসির'ও বলা হয়। কেননা মুফাসসিরকে তাফসিরকরণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান নখদর্পণে রাখতে হয়।[৩] রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম কুরআন মাজিদ ও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যমূলক যাবতীয় জ্ঞানভাণ্ডার যতটুকু জানতেন, ক্বিয়ামত অবধি সকল আলিম

তার ততটুকু জানতে সক্ষম হবে না। তবে তাদের এতদ্বিষয়ের জ্ঞান আমাদের জন্য পাণ্ডুলিপিতে অধ্যায় বিন্যাস আকারে না পৌঁছানোয় আমরা সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে জানতে পারছি না। আর প্রকাশিত গ্রন্থাকারে তাদের সেটি প্রয়োজন না হওয়ায় সেগুলি একত্রিত করেও রাখা হয়নি। আর সাহাবায়ে কিরামের অনেকে বিশ্বস্তভাবে পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের দক্ষতা থাকলেও কুরআন ব্যতীত অন্য সকল ইলম লিখে রাখতে রাসূল (সা.)-এর মৌখিক নিষেধাজ্ঞার কারণে এটি সহজতর ছিল না। কারণ এতে কুরআনের সাথে অন্যান্য ইলমের সংমিশ্রণের আশঙ্কা ছিল। সেকারণে রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় 'উলূমুল কুরআন' লিখিত পাণ্ডুলিপি আকারে প্রকাশিত ছিল না। মহান দুই খলিফা আবূবকর ও ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালেও এর তেমন প্রয়োজন পড়েনি।[৪] অতঃপর ইসলামের দিগ্বিজয়ী ব্যাপকতার কারণে তৃতীয় খলিফা উছমান (রা.)-এর সময়ে ইসলামের সুমহান আদর্শ আরব-অনারব সকলের মধ্যে প্রসারিত হতে লাগল। তখন আরবি ভাষার স্বকীয়তা লোপের আশঙ্কা থেকে রক্ষার জন্য উছমান (রা.) কুরআন সংকলনের নির্দেশনা প্রদান করেন ও কুরায়শী আরবি কুরআনের পাণ্ডুলিপিকে অক্ষুণ্ন রেখে বাকীগুলিকে তিনি দগ্ধীভূত করেন। তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিশেষকরে কুরআনের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেন। যাকে আমরা 'ইলমু রাসমিল কুরআন' (عِلْمُ رَسْمِ الْقُرْآنِ) বা (عِلْمُ الرَّسْمِ) (الْعُثْمَانِي 'কুরআনের লিপিকলা বিজ্ঞান' বা 'উছমানি লিপিকলা বিজ্ঞান' বলতে পারি।[৫]

অতঃপর আলী (রা.)-এর খিলাফতকালে আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলীকে (أَبُو الْأَسْوَد الدُّؤَلِي) নাহূর বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে বলেন। খিলাফতের রাশেদার সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বনূ উমাইয়ার সময়ে সাহাবি এবং তাবেঈগণ 'উলূমুল কুরআনের মৌখিক পঠন-পাঠনের মাধ্যমে এই জ্ঞানকে চর্চা করতে থাকেন। তখন লিখিত পাণ্ডুলিপির তেমন কোনো প্রয়োজন পড়েনি। আর এই প্রাথমিক চর্চাকে আমরা উলূমুল কুরআন সংকলনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করতে পারি। আর এক্ষেত্রে চার খলিফার অবদানকে সর্বাধিক অগ্রগণ্য ভূমিকা পালনকারী বলতে পারি।

সাহাবিগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ, যায়দ ইব্ন ছাবিত, আবূ মূসা আশ'আরী, আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রা.)। তাবেঈগণের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছেন মুজাহিদ, 'আত্বা,

'ইকরিমাহ এবং মালেক ইব্ন আনাস এবং অন্যান্য তাবেঈনে 'ইযাম। আর সমষ্টিগতভাবে তাঁদের সকলকেই ইলমুত তাফসিরের ভিত্তিমূল স্থাপনকারী ও সুযোগ্য প্রণয়নকারী বলা যেতে পারে। যারা শানে নুযূল, নাসিখ-মানসূখ, গারীবুল কুরআন ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপক চর্চাকারী ছিলেন।[৬] নিম্নে 'উলূমুল কুরআন' প্রসঙ্গে ইব্ন আত্বিয়্যার দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত হল-

১. শানে নুযূল

এটি দুইভাবে হয়। **এক.** কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ আয়াত বা সূরা। **দুই.** উদ্ভূত কোনো সমস্যা সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে।[৭] আল্লামা ওয়াহেদী (রহ.) বলেন, لاَ يُمْكِنُ تَفْسِيرُ الْآيَةِ دُونَ الْوُقُوفِ عَلَى قِصَّتِهَا وَبَيَانِ نُزُولِهَا. 'কুরআনের তাফসির করা সম্ভব নয় ঘটনাসমূহ জানা ও আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট জানার কারণ ব্যতীত'।[৮] আর সর্বাধিক বিশুদ্ধ বর্ণনার মূলভিত্তি ব্যতীত শানে নুযুল জানা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে কুরআন নাযিলের সময় উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম ব্যতীত ঘটনাবলী সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা রাখাটাও অন্য কারোপক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সাহাবায়ে কিরামই আয়াতসমূহ নাযিলে ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তাই কুরআন নাযিলের ঘটনাবলী যদি সাহাবিদের উদ্ধৃতির মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়, তবে সেটি গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং হুকুমগতভাবে বর্ণনাটি মারফূ' হয়। যার বর্ণনা সূত্র নবি করিম (সা.) পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, কোনো সাহাবি কখনো কোনো বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া কথা বলতেন না। অতএব সাহাবির বর্ণনা এক্ষেত্রে শ্রুতিগতভাবে, বর্ণনাগতভাবে ও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য উৎস হিসাবে গ্রহণযোগ্য।[৯]

ইব্ন আত্বিয়্যাহ্‌র শানে নুযূল বর্ণনার মানহাজ

ইব্ন আত্বিয়্যাহ আন্দালুসী (রহ.) আয়াত ও সূরার শানে নুযূলের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে এটির যথেষ্ঠ প্রয়োজন রয়েছে। কারণ কতিপয় আয়াত এমন রয়েছে, যেগুলির শানে নুযুল জানা না থাকলে তার সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ইব্ন আত্বিয়্যাহ্‌র মানহাজ হল, কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে তার শানে নুযুল উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি তার নিজস্ব মতামত দিয়ে পূর্ণ বিবরণের নির্যাস তুলে ধরার সম্যক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ

يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. 'লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোকও রয়েছে, যার পার্থিব কথা-বার্তা তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তার অন্তরের কথাগুলির উপর সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। অথচ সে অতীব ঝগড়াটে সত্যের বিরুদ্ধে'।[১০]

আয়াতের তাফসিরে ইব্ন আত্বিয়্যাহ সুদ্দির বরাতে উল্লেখ করেন যে, উক্ত আয়াত আখনাস ইব্ন শুরাইক্ব সম্পর্কে নাযিল হয়। তার নাম উবাই। তার উপনাম আখনাস। একদা তিনি নবি করিম (সা.)-এর নিকটে এসে ইসলাম গ্রহণের কথা জানালেন এবং বললেন, আল্লাহ ভালোভাবে জানেন যে আমি অবশ্যই সত্যবাদী। অতঃপর সে মুসলিমগণের বসতি অতিক্রমের সময় তাদের ফসলাদিতে অগ্নি সংযোগ করে এবং তাদের গবাদিপশুগুলোকে হত্যা করে পালায়। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়। ইব্ন আত্বিয়্যাহ বলেন, مَا ثَبَتَ قَطُّ أَنَّ الْأَخْنَسَ أَسْلَمَ. 'কখনো এটা প্রমাণিত হয়নি যে, আখনাস ইসলাম গ্রহণ করেছিল'।[১১]

পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ. 'আর যখন সে কর্তৃত্বশীল, তখন সে জনপদে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্য ও মানব বংশ ধ্বংসের চেষ্টায় লিপ্ত হয়। অথচ আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না'।[১২]

উপরোক্ত ঘটনাটি তাফসির নীসাবুরিতে পরবর্তী আয়াতের সাথে উল্লিখিত হয়েছে।[১৩]

২. নাসিখ ও মানসূখ

আভিধানিক অর্থে : اَلنَّسْخُ শব্দটি ن-س-خ মাদ্দাহ থেকে উৎকলিত। যেমন বলা হয়, نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ وَأَزَالَتْهُ، 'সূর্য ছায়া দূর করে দিয়েছে এবং সরিয়ে দিয়েছে'।[১৪] আর এক আয়াত দিয়ে আরেকটি আয়াতের হুকুম রহিত করাই হল নাস্খ। যেমন আল্লাহ বলেন, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَا، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. 'আমরা কোনো আয়াত রহিত করলে কিংবা তা ভুলিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তদানুরূপ আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী?'[১৫]

নাসিখ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইব্ন আত্বিয়্যাহ (রহ.) বলেন, رَفْعُ حُكْمٍ مُسْتَقِرٍّ بِحُكْمٍ آخَرَ شَرْعِيٍّ. 'নাযিলকৃত সর্বশেষ শার'ঈ দলিলের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী নির্ধারিত

হুকুম রহিত করা'।[১৬] আয্-যুরক্বানী (রহ.) বলেন, هُوَ رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ. 'সর্বশেষ শার'ঈ দলিলের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী শারঈ দলিলকে রহিত করা'।[১৭] আহলুস্ সুন্নাতের অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, هُوَ الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى ارْتِفَاعِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى وَجْهٍ لَوْلاَهُ لَكَانَ ثَابِتًا بِهِ مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ. 'এমন প্রমাণিত কোনো বিধান, যার মাধ্যমে পূর্ববর্তী কোনো বিধানকে রহিত করা হয় এই মর্মে যে, পরবর্তী বিধান জারি না হলে পূর্বেরটিই বহাল থাকত'।[১৮]

আয়াত রহিত করা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। কারণ اَللهُ تَعَالَى يَعْلَمُ إِلَى أَيِّ وَقْتٍ يَنْتَهِي أَمْرُهُ بِالْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَيَعْلَمَ نَسْخَهُ بِالثَّانِي. 'আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত যে কখন বিধানটি মানবকল্যাণে অধিক ফলপ্রসূ হবে এবং কখন দ্বিতীয় বিধানের মাধ্যমে প্রথমটি রহিত করার প্রয়োজন হবে'।[১৯]

ইব্ন আত্বিয়্যাহ্র নাসিখ-মানসূখ বর্ণনা পদ্ধতি

উপরোক্ত আয়াতের তাফসিরে ইব্ন আত্বিয়্যাহ বলেন, اَلنَّسْخ শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরবরা দুই অর্থে ব্যবহার করে থাকে। **এক.** اَلنَّقْل كَنَقْلِ كِتَابٍ مِنْ آخَرَ. বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কিতাবদি স্থানান্তরের ন্যায়। **দুই.** اَلْإِزَالَة তথা বিদূরিত করা। আর এক্ষেত্রে প্রথম অর্থটিই হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।[২০] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. 'আমরা তোমাদের কৃতকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়েছিলাম'।[২১]

নাসিখ ও মানসূখের উদাহরণ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، وَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ. 'যদি তোমাদের মধ্যে বিশ জন দৃঢ়চিত্ত মুজাহিদ থাকে, তাহলে তারা দুইশত জন কাফিরের উপর বিজয়ী হবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে এরূপ একশত জন থাকে, তবে তারা এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে। কেননা তারা এমনই এক সম্প্রদায়, যারা কিছুই বুঝে না'।[২২]

এই আয়াতটি রহিত হয় একই সূরার পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে। যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, اَلْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، فَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَّكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَّغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ، وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. 'আল্লাহ এখন তোমাদের উপর বোঝা লাঘব করে দিলেন এবং তিনি জেনেছেন যে, তোমাদের

মধ্যে কিছু দুর্বলতা এসে গেছে। অতএব যদি এখন তোমাদের মধ্যে একশত জন দৃঢ়চিত্ত মুজাহিদ থাকে, তবে তারা দুইশত জন কাফিরের উপর বিজয়ী হবে। আর এক হাজার জন থাকলে তারা দুই হাজারের উপর বিজয়ী হবে আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে। বস্তুত আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন'।[২৩]

উল্লিখিত দু'টি আয়াতের মধ্যে প্রথমটি হল মানসূখ বা রহিত এবং দ্বিতীয় আয়াতটি হল নাসিখ বা রহিতকারী।[২৪]

৩. মাক্কি ও মাদানি সূরা

ইব্ন আত্বিয়্যাহ (রহ.) 'উলূমুল কুরআনের মাক্কি ও মাদানি সূরা বিষয়ে তাঁর আল-মুহাররারুল ওয়াজীয তাফসিরে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন সূরা ফাতিহার তাফসিরে তিনি বলেন, 'ইব্ন আব্বাস ও মূসা ইব্ন জা'ফর তিনি তার পিতা হতে, আলী ইব্ন হুসাইন, ক্বাতাদাহ এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন হিব্বান প্রমুখ সকলেই বলেন যে, সূরা ফাতিহা হল মাক্কি সূরা।[২৫]

ইব্ন আত্বিয়্যাহ্র সূরা অবতরণের স্থান নির্ধারণ প্রামাণিকতা

প্রমাণ স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. 'আর আমরা তোমাকে দান করেছি বারংবার পঠিতব্য সাতটি আয়াত এবং মহিমান্বিত কুরআন'।[২৬] কেননা সকলের ঐক্যমতে সূরা হিজর হল মাক্কি সূরা।

আবূ সা'ঈদ ইব্ন আল-মু'আল্লা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেন, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي. 'বারংবার পঠিতব্য সাত আয়াত বিশিষ্ট সূরা হল 'সূরা ফাতিহা'।[২৭] আর একথা সর্বজন বিদিত যে, সালাত সর্বপ্রথম ফরয হয় মাক্কি জীবনেই।[২৮]

৪. সূরার নামকরণ

আভিধানিক অর্থে السُّورَةُ শব্দটি দুইটি মূল অর্থে এসে থাকে। যেমন-

এক. এটি السُّؤْرُ মূলশব্দ থেকে আগত। যার অর্থ অবশিষ্টাংশ। যেমন مَا بَقِيَ مِنَ الشَّرَابِ فِي الْإِنَاءِ. كَأَنَّهَا قِطْعَةٌ مِّنَ الْقُرْآنِ. 'পানপাত্রে পানীয়ের যতটুকু অবশিষ্ট থাকে'। অর্থাৎ 'এটি পূর্ণ কুরআনের অংশবিশেষ'।[২৯]

দুই. সূরা হল الْبِنَاءُ 'প্রাচীর বা উঁচু স্থানে আরোহন করা'।[৩০] الْقِطْعَةُ 'খণ্ড, অংশ'। مِنْ سُوَرِ الْمَدِينَةِ. 'শহরের সীমানা مَنْزِلَةٌ بَعْدَ مَنْزِلَةٍ. 'এক স্তরের পরে অন্য স্তর'।[৩১] নির্ধারণী প্রাচীর'।[৩২] সূরাকে সূরা এ জন্যই বলা হয়, لِارْتِفَاعِهَا لِأَنَّهَا كَلَامُ اللهِ وَالسُّورَةُ

الْمَنْزِلَةُ الرَّفِيعَةُ. 'উঁচু সম্মানের কারণে। কেননা এটি আল্লাহ্র কালাম। আর সূরা হল সুউচ্চ স্থান, সর্বোচ্চ মর্যাদা'।[৩৩]

ইবরাহীম ইব্ন ওমর আল-জা'বারী (৬৪০-৭৩২ হি.)[৩৪] বলেন, حَدُّ السُّورَةِ قُرْآنٌ يَشْتَمِلُ عَلَى آيٍ ذِي فَاتِحَةٍ وَخَاتِمَةٍ وَأَقَلُّهَا ثَلَاثُ آيَاتٍ. 'কুরআনের আয়াতবিশিষ্ট সূরাকে তখনই সূরা বলা হয়, যখন তা শুরু ও শেষ হয় এবং তার কমপক্ষে তিনটি আয়াত থাকে'।[৩৫]

জাহিলি কবি নাবিগাহ আয-যুবইয়ানীর (হি. পূ. ৮৯-১৮/৫৩৫-৬০৪ খ্রি.) কবিতায় আরবি সূরা শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَعْطَاكَ سُورَةً + تَرَى كُلَّ مُلْكٍ حَوْلَهَا يَتَذَبْذَبُ

'তুমি কি দেখছো না যে, আল্লাহ তোমাকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় করেছেন অধিষ্ঠিত + চতুষ্পার্শ্বের রাজা-বাদশাহরা যা দেখে হয় লালায়িত'।[৩৬]

সূরার নামকরণে যৌক্তিকতা বর্ণনা

ইব্ন আত্বিয়্যাহ আন্দালুসী (রহ.) সূরা ফাতিহার নামকরণ প্রসঙ্গে বলেন, وأما أسماؤها فلا خلاف أنها يقال لها فاتحة الكتاب، لأن موضعها يعطي ذلك. 'সূরা ফাতিহার নামসমূহের মধ্যে এ বিষয়ে কোনোই মতবিরোধ নেই যে, উক্ত সূরার নাম فاتحة الكتاب 'ফাতিহাতুল কিতাব' তথা কিতাবের প্ররম্ভিকা। কেননা তার সূচনার স্থানই উক্ত নামের উপযুক্ত নির্দেশক'।[৩৭]

৫. সূরাসমূহের আরম্ভ যেভাবে

ইব্ন আত্বিয়্যাহ (রহ.) সূরাসমূহের প্রারম্ভিকা বিষয়ে বলেন, لأنها استثنيت لهذه الأمة فلم تنزل على أحد قبلها ذخرا لها. 'কেননা সূরাসমূহ পৃথকীকরণ উম্মাতে মুহাম্মাদির জন্য এক বিশেষ উপহার। নেকীর পুঞ্জীভূত আধার স্বরূপ ইতোপূর্বেকার কোনো জাতির জন্য নাযিল করা হয়নি'।[৩৮]

আর মহান আল্লাহ আল-কুরআনের সূরাসমূহ দশ প্রকারের আলোচনা দিয়ে শুরু করেছেন। যেমন-

(১) الثَّنَاءُ عَلَيْهِ تَعَالَى 'মহান আল্লাহ্র গুণগানমূলক বর্ণনা' দিয়ে ১৪টি সূরা। এটা আবার দুইভাবে হয়ে থাকে। যেমন التَّحْمِيدُ প্রশংসাবাচক শব্দ দিয়ে ৫টি সূরা এবং تَبَارَكَ শব্দ দিয়ে ২টি সূরা। التَّسْبِيحُ পবিত্রতা বর্ণনা দিয়ে ৭টি সূরা। যার মধ্যে

মাছদার سُبْحَانَ শব্দ দিয়ে সূরা বানি ইসরাঈল, মাযী سَبَّحَ শব্দ দিয়ে সূরা হাদীদ ও হাশর এবং মুযারে' يُسَبِّحُ শব্দ দিয়ে সূরা জুমু'আহ ও তাগাবুন।[৩৯]

(২) حُرُوفُ التَّهَجِّي 'হুরূফে হিজাঈ' দিয়ে ২৯টি সূরা।[৪০]

(৩) النِّدَاءُ 'আহ্বান' রয়েছে ১০টি সূরার শুরুতে। যার ৫টিতে রাসূল (সা.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন সূরা আহযাব, ত্বালাক্ব, তাহরীম, মুযযাম্মিল ও মুদ্দাচ্ছির। বাকী ৫টির শুরুতে মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন সূরা নিসা, মায়েদাহ, হাজ্জ, হুজুরাত ও মুমতাহিনাহ।[৪১]

(৪) الْجُمَلُ الْخَبَرِيَّةُ বা 'জুমলা খাবারিয়া' দিয়ে ২৩টি সূরা। যেমন يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، بَرَآءَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ، أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ، اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا، تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ، إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا، اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ، اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ، قَدْ سَمِعَ اللهُ، اَلْحَآقَّةُ، سَأَلَ سَآئِلٌم بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ، إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، لَآ أُقْسِمُ، عَبَسَ وَتَوَلَّى، إِنَّآ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اَلْقَارِعَةُ، أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. উল্লেখ্য যে, لَآ أُقْسِمُ শব্দ দিয়ে ২টি সূরা শুরু হয়েছে। যেমন সূরা ক্বিয়ামাহ لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. এবং সূরা বালাদ لَآ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ.।[৪২]

(৫) الْقَسَمُ বা 'শপথ' দ্বারা শুরু হয়েছে ১৫টি সূরা। যেমন اَلصَّآفَّات، الذَّارِيَات، الطُّورُ، النَّجْمُ، الْمُرْسَلاَت، النَّازِعَات، الْبُرُوجُ، الطَّارِقُ، الْفَجْرُ، الشَّمْسُ، اللَّيْلُ، التِّين، الْعَادِيَات، الضُّحَى، الْعَصْر.।[৪৩]

(৬) الشَّرْطُ বা 'শর্তজ্ঞাপক অব্যয়' দিয়ে শুরু হয়েছে ৭টি সূরা। যেমন, الْوَاقِعَةُ، الْمُنَافِقُونَ، التَّكْوِيرُ، الِانْفِطَارُ، الِانْشِقَاقُ، الزِّلْزَالُ، النَّصْرُ.।[৪৪]

(৭) الْأَمْرُ বা 'আদেশমূলক শব্দ' দিয়ে শুরু হয়েছে ৬টি সূরা। যেমন قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، قُلْ يَآ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ.

(৮) الْاِسْتِفْهَامُ বা 'প্রশ্নবোধক অব্যয়' দিয়ে শুরু হয়েছে ৬টি সূরা। যেমন, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ، عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ، هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ.।[৪৫]

(৯) الدُّعَاءُ বা 'প্রার্থনা' এসেছে ৩টি সূরা শুরুতে। যেমন, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ، تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ.।[৪৬]

(১০) التعليل 'কারণ বর্ণনা'। যেমন, لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ.।[৪৭]

'উলূমুল কুরআন বিষয়ক উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হল যে, ইব্ন আত্বিয়্যাহ আন্দালুসী (রহ.) উক্ত বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেছেন। শাব্দিক অর্থ বর্ণনা, শানে নুযুল, সূরা সমূহের প্রারম্ভিকা প্রভৃতি বর্ণনা দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করেছেন। এতে কুরআনি শব্দ ও আয়াতের সঠিক অর্থ ও মর্ম ফুটে উঠেছে।

৬. নাযিলকৃত সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ আয়াত

ইব্ন আত্বিয়্যাহ (রহ.) কুরআন মাজীদের আয়াতগুলির মধ্যে নাযিলের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ আয়াত প্রসঙ্গে বিস্তর আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, وهي أول ما نزل من كتاب الله تعالى، نزل صدرها في غار حراء 'আল্লাহ্র কিতাব কুরআনের নাযিলকৃত সর্বপ্রথম আয়াত হল اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ.'।[৪৮]

যা রাসূল (সা.)-এর নবুওয়্যাতী জীবনের শুরুতে মক্কার হেরা গুহায় নাযিল হয়।[৪৯] অতঃপর তিনি কুরআনের নাযিলকৃত সর্বপ্রথম আয়াত বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মতামত উপস্থাপন করেছেন।[৫০]

মুফাসসির ইব্ন আত্বিয়্যাহ (রহ.) কুরআনের নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত বিষয়েও দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করেছেন। যেমন তিনি সূরা বাক্বারাহ্র তাফসিরে বলেন, هذه السورة مدنية، نزلت في مدد شتّى، وفيها آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 'এটি মাদানি সূরা। যা বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ একটি দীর্ঘতম সূরা।[৫১]

এখানে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। আর তা হল.وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ 'আর তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকে স্বীয় কর্মফল পুরোপুরি পাবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না'।[৫২]

৭. তাফসিরে অনারব শব্দাবলীর প্রকৃতি নির্ণয়

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সকল শব্দই আরবি ভাষা থেকে উৎকলিত। তবে কিছু স্থানে অনারবি শব্দ আরবি ভাষায় বহুল ব্যবহার হওয়ার কারণে শব্দটিকে আরবি বলে মনে হয়। মূলত এগুলি অনারব শব্দ থেকে উৎসারিত। ইব্ন আত্বিইয়াহ আন্দালুসী (রহ.) এমন অনেক স্থানে অনারব মৌলিক শব্দের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। সেখানে তিনি অনুচ্ছেদটির নামকরণ করেছেন, بَابٌ فِي ذِكْرِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي فِي كِتَابِ اللهِ وَلِلُّغَاتِ الْعَجَمِ بِهَا تَعَلُّقٌ. 'কিতাবুল্লাহ্র ঐ সমস্ত শব্দের উল্লেখ, যেগুলিতে অনারব শব্দের সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে'।[৫৩]

ইব্ন আত্বিয়্যাহ (রহ.)-এর সিদ্ধান্ত নিরূপণ

এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মতামত বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার পর ইব্ন আত্বিয়্যাহ (রহ.) বলেন আমি বলছি, إِنَّ الْقَاعِدَةَ وَالْعَقِيْدَةَ هِيَ أَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ. 'এ বিষয়ে মূলনীতি ও আক্বিদা হলো কুরআন সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় অবতীর্ণ'।[৫৪] সুতরাং তিনি আরবি ভাষা ও নুযুলে কুরআনের আলোকেই স্বীয় তাফসিরে 'উলূমুল কুরআন' বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

ফলাফল

গবেষণার সুনির্দিষ্ট ফলাফল হল এই যে, অন্যান্য তাফসির গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন পদ্ধতিতে 'উলূমুল কুরআন' বিষয়ক আলোচনা থাকলেও ইব্ন আত্বিয়্যাহ আন্দালুসি (রহ.) কখনো ভিন্ন আঙ্গিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপস্থাপন করেছেন। 'উলূমুল কুরআন' বিষয়ক আলোচনায় কবিতার অবতারণা করেছেন। বিস্তারিত বিষয়কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল-কুরআন, হাদিস, কখনো আরবি কবিতার মাধ্যমে উপমা তুলে ধরেছেন। এভাবে তিনি 'উলূমুল কুরআন' সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়কে আল-মুহাররারুল ওয়াজীযের শুরুতে উপস্থাপন করেছেন।

উপসংহার

স্পেনের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় আরবি ও ইসলামি ভাবধারার সংযুক্তি ইউরোপসহ সারা বিশ্বের মুসলিমগণকে জ্ঞানের সূতিকাগারে ঐক্যবদ্ধ করেছে। যুগযুগ ধরে মুসলিম উম্মাহ ইব্ন আত্বিয়্যাহ আন্দালুসীর অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। তাঁর আরবি ভাষা ও সাহিত্যের অবদান মুসলিম উম্মাহ্র নিকট চিরভাস্মর হয়ে থাকবে। তাফসির বিল মা'ছূর হিসাবে তাঁর তাফসিরকর্ম মুফাসসির সমাজে সুবিদিত। স্পেনে আরবি ভাষা ও ইসলামি সাহিত্যাঙ্গন সমৃদ্ধকরণে ইব্ন আত্বিয়্যাহ আন্দালুসী প্রণীত 'আল-মুহাররারুল ওয়াজীয ফী তাফসিরি কিতাবিল আযীয' গ্রন্থটি অনবদ্য এক তাফসিরকর্ম। শব্দ ও মর্মের তাৎপর্য বিশ্লেষণে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যেখানে তিনি পূর্ণাঙ্গ কুরআনের তাফসিরকরণের পাশাপাশি উলূমুল কুরআন বিষয়েও সবিশেষ অবদান রেখেছেন।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. শামসুদ্দীন আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন উছমান ক্বাইমায আয-যাহাবী, তাহকীক : শায়েখ শু'আইব আরনাঊত্ব ও অন্যান্য, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ১৯, পৃ. ৫৮৮; আহমাদ ইব্ন ইয়াহইয়া আবু জা'ফর ইব্ন 'আমীরাহ আয-যাব্বী, *বুগিয়্যাতুল মুলতামিস ফী তারীখি রিজালি আহলিল আন্দালুস* (কায়রো : দারুল কিতাবিল আরাবী, প্রকাশকাল : ১৯২৭ খ্রি.), পৃ. ৪৪১

২. খালাফ ইব্ন আব্দিল মালিক ইব্ন বাশকুয়াল, সম্পাদনা : সাইয়্যিদ ইয়্যাতুল আত্ত্বার আল-হোসাইনী, *আছ-ছিলাতু ফী তারীখি আইম্মাতিল আন্দালুস* (কায়রো, মিসর : মাকতাবাতুল খানজী, ২য় সংস্করণ : ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ৩৬৮; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ১৯, পৃ. ৫৮৮

৩. মান্না' ইব্ন খলীল আল-ক্বাত্ত্বান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন* (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ২য় প্রকাশ ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১২

৪. মুহাম্মাদ আয-যুরক্বানী, *মানাহিলুল 'ইরফান ফী উলূমিল কুরআন* (আলেপ্পো : মাতবা'আহ ঈসা আল-বাবী, ৩য় প্রকাশ, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ২২

৫. ড. মুহাম্মাদ বকর ইসমাঈল মিসরী, *দিরাসাতুন ফী উলূমিল কুরআন* (কায়রো : দারুল মানার, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১৪

৬. *তদেব*, পৃ. ২৩

৭. মান্না' ইব্ন খলীল আল-ক্বাত্ত্বান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৮. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী, *আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন* (কায়রো : আল-হাইআতুল মিছরিইয়্যাতুল 'আম্মাহ লিল কিতাব, ১৩৯৪ হি./১৯৭৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১০৮

৯. ইব্ন খলিফা আলিউভী, *জামে'উন নুকূল ফী আসবাইব্ন নুযূল* (রিয়াদ : ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১২
১০. আল-কুরআন, ২ : ২০৪
১১. আব্দুল হক ইব্ন গালিব ইব্ন আত্বিয়্যাহ আল-আন্দালুসী, তাহকীক্ব : আব্দুস সালাম আব্দুশ শাফী মুহাম্মাদ, *আল-মুহাররারুল ওয়াজীয ফী তাফসিরিল কিতাবিল আযীয* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ : ১৪২২ হি.), খ. ১, পৃ. ২৭৯
১২. আল-কুরআন, ২ : ২০৫
১৩. নিযামুদ্দীন হুসাইন ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হুসাইন আন-নীসাবূরী, *গারাইবুল কুরআন ওয়া রাগাইবুল ফুরক্বান* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়্যাহ, ১ম প্রকাশ : ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫৭৬
১৪. আর-রাযী, *মুখতারুছ ছিহাহ* (বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল আছরিয়্যাহ, পঞ্চম প্রকাশ : ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩০৯
১৫. আল-কুরআন, ২ : ১০৬
১৬. *আল-মুহাররারুল ওয়াজীয*, খ. ২, পৃ. ৫৫০
১৭. আয্-যুরক্বানী, *মানাহিলুল ইরফান*, খ. ৩, পৃ. ১৭৬
১৮. আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী, *আল-মুসতাছফা* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৮৬; আবুল হাসান ইব্ন সাইয়েদুদ্দীন ইব্ন সালেম আছ-ছা'লাবী আল-আমাদী, *আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম* (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, তা. বি.), খ. ৩, পৃ. ১০৫
১৯. ইব্ন আত্বিয়্যাহ, *আল-মুহাররারুল ওয়াজীয*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯০
২০. *তদেব*।
২১. আল-কুরআন, ৪৫ : ২৯
২২. আল-কুরআন, ৮ : ৬৫; *আল-মুহাররারুল ওয়াজীয*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৫৯
২৩. আল-কুরআন, ৮ : ৬৬; *তদেব*।
২৪. *আল-মুহাররারুল ওয়াজীয*, খ. ২, পৃ. ৫৪৯-৫৫০
২৫. *আল-মুহাররারুল ওয়াজীয*, খ. ৩, পৃ. ৩৭৩
২৬. আল-কুরআন, ১৫ : ৮৭
২৭. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-জামিউল মুসনাদুস্ সহীহুল বুখারী* (বৈরূত : দারু ত্বাওক্বিন নাজাত, ১ম প্রকাশ ১৪২২ হি.), হা/৪৪৭৪
২৮. *তদেব*।
২৯. *আল-মুহাররারুল ওয়াজীয*, খ. ৩, পৃ. ৬৮
৩০. *তদেব*।
৩১. *তদেব*।
৩২. *তদেব*।

৩৩. আস্-সুয়ূত্বী, *আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন*, খ. ১, পৃ. ১৮৬
৩৪. খাইরুদ্দীন আয্-যিরিকলী আদ্-দিমাশক্বী, *আল-আ'লাম* (বৈরূত : দারুল ইলমি লিল মালাঈন, ২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫৫
৩৫. আস্-সুয়ূত্বী, *আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন*, খ. ১, পৃ. ১৮৬
৩৬. *তদেব*।
৩৭. *আল-মুহাররারুল ওয়াজীয*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৫
৩৮. *তদেব*।
৩৯. *আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৫-১৭৭
৪০. *আল-মুহাররারুল ওয়াজীয*, খ. ১, পৃ. ৩৯৭। হুরূফে হিজাঈ ২৯টি। যেগুলিকে 'আরবি বর্ণমালা' বলা হয়।
৪১. *তদেব*।
৪২. *তদেব*।
৪৩. *তদেব*।
৪৪. *তদেব*।
৪৫. *তদেব*।
৪৬. *তদেব*।
৪৭. *আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন*, খ. ২, পৃ. ২৯২
৪৮. আল-কুরআন, ৯৬ : ১।
৪৯. *আল-মুহাররারুল ওয়াজীয*, খ. ৫, পৃ. ৫০১
৫০. *তদেব*।
৫১. *আল-মুহাররারুল ওয়াজীয*, খ. ১, পৃ. ৮১
৫২. আল-কুরআন, ২ : ২৮১
৫৩. *আল-মুহাররারুল ওয়াজীয*, খ. ১, পৃ. ৫১
৫৪. *তদেব*।